# আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করুন

মানণীয় প্রেসিডেন্টসহ গোটা জাতির প্রতি আমার শেষ এবং চুড়ান্ত আহ্বানঃ "আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করুন"। এটাই আমার শেষ কথা এবং শেষ ইচ্ছা। এই কথার পর আর কোন কথা নাই কোন ইচ্ছা নাই।

## শাইখ আঃ আউয়াল বিন আঃ হামিদ

প্রকাশনায়ঃ আত-তাজনীদ পাবলিকেশন্স

www.esabahmediabd.wordpress.com

বিসমিল্লাহ হিররহমানির রহিম

বরাবর,
মানণীয় প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সরকার।
মাধ্যম,
সিনিয়র জেল সুপার,
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, ঢাকা।

**আল্লাহর বান্দা আঃ আউয়াল বিন আঃ হামিদ -এর পক্ষ থেকে,**

সমগ্র বিশ্ব চরাচরের মালিক ও পালনকর্তা মহান আল্লাহর তরেই সমস্ত প্রশংসা। যার কোন শরীক নেই। যিনি একমাত্র আইনদাতা, বিধানদাতা, আইন রচয়িতা। অতঃপর মানব জাতির হেদায়েতের পক্ষে প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট রসূল মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) তাঁর আল ও আওলাদ এবং সাহাবীগণের প্রতি দরুদ ও ছালাম।

এই পৃথিবীতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা অসংখ্য অগণিত সৃষ্টি জীব সৃষ্টি করেছেন। এই অসংখ্য অগনিত সৃষ্টি জীবের মধ্যে থেকে শুধু মাত্র দুটি সৃষ্টি জীবকে বিশেষ ভাবে বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। এই জন্য এই দুই (মানব ও জ্বীন) সৃষ্টি জীব ছাড়া বাকি সকল সৃষ্টি জীবের হিসাব নিকাশ নেই এবং এই দুনিয়ার জীবনই তাদের শেষ জীবন। আল্লাহ পাক মানব এবং জ্বীন জাতীকে যে বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন তার ঘোষণা কোরানমাজীদের সূরা আয যারিয়াতের ৫৬নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

এরশাদ হচ্ছে ঃ "আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছি।"

প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর দাসত্ব, এবাদত বন্দেগী করাই মানব সৃষ্টির মূল রহস্য। আর এই দাসত্ব করার জন্য পৃথিবীর অসংখ্য ধর্ম, মতবাদ,আইন-কানুন ইত্যাদির মধ্যে থেকে শুধু মাত্র ইসলাম ধর্মকে ও এর আইন-কানুন কে আল্লাহ পাক মনোনীত করেছেন।

আল্লাহ পাক বলেনঃ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন হল ইসলাম।"(সরা আল ইমরান ১৯)

www.esabahmediabd.wordpress.com

ইসলাম ও তার আইন-কানুন, বিধান ছাড়া বাকি সকল ধর্ম ও তার আইন-কানুন বিধান পরিত্যাজ্য। আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

তারা কি আল্লাহর দ্বীনের (ইসলামের) পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে ? আসমান জমিনে যা কিছু রয়েছে তা স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাবে। (সূরা আল ইমরান ৮৩)

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে তাঁর পূর্ণ দাসত্ব করবে। অর্থাৎ মানুষ নিজেই আইন রচনা করে প্রভু হয়ে নয় বা মানুষ মানুষের প্রভু হয়ে নয় বরং আল্লাহর গোলাম হয়ে তার দেওয়া আইন-কানুন বিধি বিধান দিয়ে যে, যে স্তরে আছে সে সেই স্তরে প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর দাসত্ব করবে। আল্লাহ বলেনঃ

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি।” (সূরা বাক্বারাহ্ঃ ৩০)

প্রতিনিধি বলতে যা বুঝায় সুরা নিসার ৫৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীর মাআরেফুল কোরআনের ২৫৯ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছেঃ

“পৃথিবীতে মানুষের যে শাসন, তা শুধুমাত্র একজন প্রতিনিধি ও আমানতদার হিসাবেই হতে পারে। তারা দেশের আইন প্রণয়নে সে সমস্ত নীতিমালার অনুসরনে বাধ্য থাকবে যা ক্ষমতার অধিকারি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বাতলে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত হুকুম ও নির্দেশ দানের মালিক আল্লাহ তায়ালা। পৃথিবীর শাসক বর্গ তার আজ্ঞাবহ। এতে প্রতিয়মান হয় যে শাসনক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের মালিকও একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই।”

এই প্রসংগে সুরা ছোয়াদের ২৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীর মাআরেফুল কোরানের ১১৬৪ পৃষ্ঠায় আরো বলা হয়েছেঃ

“পৃথিবীর শাসকবর্গ তারই নির্দেশানুযায়ী চলার জন্য আদিষ্ট। কেউ এর বাইরে যাবে না সুতরাং মুসলমানদের শাসনকর্তা, উপদেষ্টা পরিষদ অথবা আইন সভা ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা অথবা সম্পাদনা করতে পারলেও আইন রচনা করতে পারে না। তারা আল্লাহর আইন সমূহের উপস্থাপক মাত্র।”

আল্লাহর আইন বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা সুরা ইউসুফের ৪০ নং আয়াতে স্পষ্ট করে ঘোষনা করেছেনঃ

اِنِ الۡحُکۡمُ اِلَّا لِلّٰہِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِیَّاہُ ؕ ذٰلِکَ الدِّیۡنُ الۡقَیِّمُ وَ لٰکِنَّ اَکۡثَرَ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ (۴۰)

www.esabahmediabd.wordpress.com

"আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও এবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"

এখন যারা আল্লাহর আইনে দেশ শাসন না করে আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করে বিরোধিতা করে, নিজেরা মনগরা আইন রচনা করে ও বৃটিশ কাফের খৃষ্টানদের আইন দ্বারা দেশ পরিচালনা করছে তারা প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে নিজেরাই প্রভু দাবীদার হয়ে পরেছে। এদেরকে কোরানের পরিভাষায় "ত্বাগূত" বলা হয়।

**ত্বাগুতের শাব্দিক অর্থঃ** ঔদ্ধত্য প্রকাশকারী, সীমালঙ্গনকারী।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন যে, "ত্বাগুত" অর্থ শয়তান। কারণ শরীয়তের ফায়সালা বর্জন করে শরীয়ত বিরোধী মীমাংসার দিকে ধাবিত হওয়া শয়তানেরই শিক্ষা হতে পারে।

**"ত্বাগূতের" পারিভাষিক অর্থেঃ** হযরত মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন যে, "আল্লাহ ব্যতীত যে সমস্ত জিনিসের উপাসনা করা হয় সে সবই "ত্বাগুত" বলে অভিহিত হয়"।

অথবা এভাবে বলা যেতে পারে "আল্লাহর হক্ক আল্লাহকে না দিয়ে যাকে দেওয়া হয় তাকে "ত্বাগুত" বলা হয়।"

ত্বাগুতের অনেক প্রকারভেদ আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং বিপদ জনক ক্ষমতাধর ত্বাগুত হচ্ছে "সরকার নামক ত্বাগুত।" যে সরকার আল্লাহর দেওয়া আইন-কানুনকে পরিত্যাগ করে নিজেরাই মনগরা আইন রচনা করে এবং সেই আইনে জনগণকে চালায় তারাই হচ্ছে সরকার নামক তাগুত। যারা সেই আইনকে বা ঐ সরকারকে সেচ্ছায় মেনে নেয় তারা মুশরিক।

**এই ধরনের তাগুতের ক্ষেত্রে মুমিনদের কি করনীয় ?**

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ জাল্লাশানুহু সূরা বাক্বারাহ্‌র ২৫৬ নং আয়াতে স্পষ্ট নির্দেশ জারি করেছেন। এরশাদ হচ্ছেঃ

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

"যে ব্যক্তি ত্বাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে সে ধারণ করবে সুদৃঢ় হাতল"

অর্থ্যৎ যে ব্যক্তি সর্বপ্রথমে ত্বাগুতকে অস্বীকার করবে এরপর এক আল্লাহর উপর ঈমান আনবে তারই কেবল যথার্থ হবে ঈমান আনা। অন্যথায় ঈমান আনা হবে না। এই আয়াতের আলোকে শায়খুল ইসলাম, ইমাম, আল্লামা মোহাম্মদ বিন আঃ ওহাব (রাহঃ) ফতওয়া দিয়েছেন যে, **ত্বগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত**

**আল্লাহর ইবাদত সিদ্ধ হয় না।** বলা বাহুল্য যেখানে ত্বাগুতকে অস্বীকার করার নির্দেশ, যেখানে ত্বাগুতকে সমর্থন করা এবং ত্বাগুতের চাকরী করা আরোও বেশী হারাম এবং ঈমান আনার প্রশ্নই উঠে না।

এই প্রসঙ্গে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (সাঃ) এরশাদ করেনঃ "যে ব্যক্তি বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আল্লাহ ব্যতীত যাহার ইবাদত করা হয় তাকে অস্বীকার করে তার সম্পদ ও রক্ত হারাম, আর তার হিসাব মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহর উপর ন্যস্ত।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়ে এবং আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তাকে অস্বীকার করে না তথা তাগুতকে অস্বীকার করে না বা ত্বাগুত নামে মিথ্যা মাবুদ ইলাহকে অস্বীকার করে না তার মুসলিম হওয়ার দাবি অগ্রহণযোগ্য এবং তার সম্পদ এবং তার রক্ত অন্য মুসলিমদের জন্য হালাল। এই হাদীস সহ এই প্রসঙ্গে আরও অনেক হাদীসের আলোকে শায়খুল ইসলাম, ইমাম আল্লামা মোহাম্মদ বিন আঃ ওহাব (রাহঃ) বলেনঃ **শুধু মুখে উচ্চারণ করাকেই জান মালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থির করা হয় নাই এবং শিরক তরক বা মুক্ত হয় না। মুখে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উহার শাব্দিক অর্থ জানাকেও নয়, শুধু উহার স্বীকৃতি দেওয়াকেও নয় একক "লা শরীক" আল্লাহকে ডাকলে ও জান মালের নিরাপত্তা বিধান নাই এবং শিরক মুক্ত হওয়া যাবেনা। যতক্ষণ উহার সহিত সমস্ত মিথ্যা মাবুদ গুলিকে অস্বীকার করবে। এমনকি ঐ বিষয়ে কোনরুপ সন্দেহ, দ্বিধা দ্বন্দ ও ইস্তত করার ভাব যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার জানমালের নিরাপত্তার ব্যবস্থ্যা নাই।**

**আরেক দিক দিয়ে তাগুতকে মুরতাদও বলা যেতে পারে। মুরতাদের সংজ্ঞা সুরা আহযাবের ৬১নং আয়াতের তফসীর মায়ারেফুল কোরআনের ১০৯৭নং পৃষ্টায় বলা হয়েছেঃ "কোন মুসলমান ইসলামের বিধানাবলির প্রকাশ্য বিরোধিতা করলে শরিয়তের পরিভাষায় তাকে মুরতাদ বলা হয়।"**

বর্তমানের ত্বাগুতরা শুধু আল্লাহর আইনকেই অস্বীকার ও বিরোধীতা করে নাই, বরং ইসলামের অনেক ফরজ, ওয়াজিব, নফলসহ ইসলামের অনেক হুদুদকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইসলামে জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত যার ব্যপারে পবিত্র কোরআনে প্রায় সাড়ে আট পাড়া আলোচনা এসেছে এবং রসূল (সাঃ) কতৃক অসংখ্য হাদিস, সেই জিহাদের ইবাদতকে বুশের দেওয়া জঙ্গি সন্ত্রাস ইত্যাদি পরিভাষায় আখ্যায়িত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

www.esabahmediabd.wordpress.com

এই মুরতাদের হুকুম সর্ম্পকে আল্লাহপাক সূরা আহযাবের ৬১নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন।

এরশাদ হচ্ছেঃ

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا

"অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরক যেখানেই পাওয়া যাবে, তাদের ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা হবে।"

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে ওরা যেখানেই থাকবে অভিসম্পাত ও লাঞ্চনা ওদের সঙ্গী হবে এবং যেখানেই পাওয়া যাবে গ্রেফতার করত; হত্যা করা হবে। এটা সাধারণ কাফেরদের শাস্তি নয়। কোরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে কাফেরদের জন্য শরিয়তে এরুপ আইন নেই, বরং তাদের জন্য আইন এই যে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হবে , তাদের সন্দেহ দুর করার চেষ্টা করা হবে তবে এই দাওয়াত দানের বিধান ইসলামের পুর্ব যুগে ছিল বর্তমানে নেই। এর পর ও ইসলাম গ্রহণ না করলে মুসলমানদের অনুগত হয়ে যিম্মি হয়ে থাকার আদেশ দেওয়া হবে। তারা এটা মেনে নিলে তাদের জানমালের ও ইযযত আবরুর হেফাযত করা মুসলমানদের মতই ফরজ হয়ে যাবে। তবে কেউ যদি তা মানে তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ আছে।

মুরতাদের ক্ষেত্রে শরিয়তে কোন আপোষ নেই। তবে যদি তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা। নতুবা তাকে হত্যা করতে হবে। এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়াতে ও মুরতাদের শাস্তি হত্যাই ছিল। এবং সূরা বাক্বারাহ্‌র ২১৭নং আয়াতে মুরতাদের আরও কিছু হুকুম বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ বলেনঃ "দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হল জাহান্নামী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।"

এই আয়াতের তফসীরে মায়ারেফুল কুরআনে ১১২নং পৃষ্টায় বলা হয়েছেঃ মুরতাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাতে তথা ইহ ও পরকালের জন্য বরবাদ হয়ে গেছে। এ বরবাদ হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, পার্থিব জীবনে তাদের স্ত্রী তাদের বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদি তার কোন আত্নিয়ের মৃত্যু হয় তাহলে সে ব্যক্তির উত্তরাধিকার বা মিরাসের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, ইসলামে থাকাকালিন নামাজ রোজা যত কিছু করেছে সব বাতিল হয়ে যায়, মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া হয় না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফনও করা হবে না। পরকালে বরবাদ হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ইবাদতের সওয়াব না পাওয়া এবং চিরকালের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

মোট কথা মুরতাদের অবস্থা কাফেরদের অবস্থা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। এই জন্য ইসলামি শরিয়তে মুরতাদের ক্ষেত্রে কঠোর বিধান।

www.esabahmediabd.wordpress.com

এই বিষয়ে হযরত আবু বক্কর (রাঃ) হতে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ “যারা মুসলমান হওয়ার পর রসূল (সাঃ) প্রদত্ত নির্দেশ ও ইসলামি আইনকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা আমার কর্তব্য। যদি আমার বিপক্ষে সব জ্বীন-মানব ও বিশ্বের যাবতীয় বৃক্ষ প্রস্তর একত্রিত করে আনা হয় এবং আমার সাথে কেউ না থাকে তবুও আমি একা এ জিহাদ চালিয়ে যাব।”

এই জন্য হযরত আবু বক্কর (রাঃ) খেলাফত মসনদে আরোহন করেই ঐ সমস্ত মুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করে হত্যা করেছিলেন যারা শুধু যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, তাও যাকাত দিবে ঠিকই কিন্তু রসূল (সাঃ) এর জীবদ্দশায় যেভাবে যাকাত দিয়েছিল সে ভাবে যাকাত দিবে না। অথচ তারা কালিমা পড়েছিল, হজ্জ পালন করেছিল ইত্যাদি তার পরেও হযরত আবু বক্কর (রাঃ) তাদের হত্যা করেছিলেন।

এমনিভাবে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) রসূল (সাঃ) এর জীবদ্দশাতে এমন একজন মুসলমানকে হত্যা করেছিলেন যে মুসলমান ব্যক্তিটি শুধু আল্লাহর রসূল (সাঃ) এর বিচারে সন্তুষ্ট হয়েছিল না এ বিষয়টি সাহাবীগণরা প্রথমে বুঝে ওঠতে পারছিলেন না। এর পর আল্লাহ পাক আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন ওমর মুসলমানকে হত্যা করেনি। সে মুসলমান দাবি করলেও তাকে সবাই মুসলমান হিসাবে জানলেও সে মুসলমান নয়। কেননা সে আল্লাহর রসূলের বিচারে সন্তুষ্ট হয় নাই। অতএব এখন সে আর মুসলমান নাই, মুরতাদ হয়ে গেছে।

আল্লাহ বলেনঃ

**أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا**

“আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি। এরা বিরোধিয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। প্রক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথ ভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।” (সূরা নিসাঃ ৬০)

এই আয়াতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদের সময় রসূল করিম (সাঃ) কৃত মীমাংসাকে তথা কোরআন-হাদীসের আ্‌ইনকে অমান্য করা কোন মুসলমানের কাজ হতে পারে না। যে কেউ এমন কাজ করবে, সে মুনাফেক ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যখন সে মুনাফিকের কাফের হওয়া কার্যতঃ এভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, সে মহানবী (সাঃ) এর মীমাংসায় সম্মত হয়নি, তখন হযরত ফারুকে আযম কর্তৃক তাকে হত্যা করাও বৈধ হয়ে যায়।

কারণ আর সে মুনাফিক থাকেনি, বরং প্রকাশ্য মুরতাদ হয়ে গেছে। কাজেই বলা হয়েছে এরা এমন লোক যখন তাদেরকে বলা হয় যে তোমরা সে নির্দেশের প্রতি চলে এসো, যা আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন (কোরআনের আইনে) এবং চলে এসো তাঁর রসূলের দিকে (হাদীসের আইনের দিকে) তখন এসব মুনাফেক আপনার দিকে আস্তে অনীহা প্রকাশ করে।

শুধু রসূল (সাঃ) এর বিচারে বা মীমংসাই অসন্তুষ্ট হয়ে যদি মুরতাদ এবং হত্যার যোগ্য হয়, তাহলে যারা আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর আইনের পরিবর্তে বৃটিশ কাফের খৃষ্টানদের আইন গ্রহণ করে এবং আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন প্রণয়ন করে তাদের ক্ষেত্রে কি হুকুম হতে পারে ?

এই পৃথিবীতে আল্লাহ পাক যত নবী রসূল প্রেরণ করেছিলেন তাদের সবার একটাই মিশন ছিল তা হল তদান্তন যুগের ত্বাগুতকে উৎখাত করে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করা। আর এটারই নির্দেশ দিয়েছেন মহান রাব্বুল আলামীন সূরা নাহল-এর ৩৬নং আয়াতে।

এরশাদ হচ্ছেঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং ত্বাগুতকে উৎখাত কর।”

পৃথিবীর অনেক নবী-রসূলগণ আল্লাহর দেয়া একমাত্র পদ্ধতি কিত্বাল বা স্বশস্ত্র জিহাদের দ্বারাই পৃথিবী থেকে ত্বাগুত উৎখাত করে আল্লাহর দ্বীন বা আইন প্রতিষ্ঠা করে প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা যেমন ফরজ এবাদত ঠিক তেমনি আল্লাহর আইন বা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতি কিত্বাল বা স্বশস্ত্র জিহাদ ও ফরজ এবাদত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাঃ বাকারার ২১৬নং আয়াতে এরশাদ করেন;

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ

“তোমাদের উপর কিত্বালকে ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়।”

এ ব্যাপারে রসূল (সাঃ) এরশাদ করেনঃ “কেয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকা আবশ্যক যারা জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে।”

আর এই কিত্বালকে বা স্বশস্ত্র জিহাদকে আমাদের উপর ফরজ এবাদত করে দেওয়ার মূল কারণই হলো আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। তাই আল্লাহ পাক সূরা আনফালের ৩৯নং আয়াতে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছেঃ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"আর তাদের সাথে কিত্বাল করতে থাক যতক্ষণ না ফিৎনা (শিরক) শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় (বা দ্বীন ইসলামের বিজয় সূচিত হয়ে যায়)।"

এভাবে আল্লাহ সুবহনাহু ওয়া তায়ালা দ্বীন প্রতিষ্ঠা তথা আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য পদ্ধতি হিসাবে স্বশস্ত্র জিহাদ বিষয়ে প্রায় সাড়ে আট পাড়াব্যাপী আয়াত নাযিল করেছেন। কিন্তু গণতন্ত্রসহ অন্য কোন পদ্ধতির কথা শরীয়তের কোথাও আলোচনা পাওয়া যায় না। গণতন্ত্র পদ্ধতি একটা কুফরী পদ্ধতি। যা সর্ব **প্রথম আমেরিকার ১৮তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহালিংকন এই পদ্ধতির আবিস্কার করে।** মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে সুকৌশলে দুরে সরিয়ে দিয়ে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্র হিসাবে এই গণতন্ত্র পদ্ধতি আবিস্কার করা হয়। বাস্তবেও আমরা সেই ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে পা দিয়ে আল্লাহর আইন, ইসলামী হুকুমত, নেতৃত্বৎ -কর্তৃত্ব সব কিছু হারিয়ে ফেলেছি আর কাফের-মুশরেকরা নের্তৃত্ব কর্তৃত্ব অর্জন করে আমাদের উপর জুলুম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

**চূড়ান্ত কথা হচ্ছে যে,** আল্লাহ পাক দুটি দলের কথা বলেছেন, তৃতীয় কোন দলের কথা বলেননি। একদল মুমিন আরেক দল কাফের। মুমিন তারাই যারা আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহর পথে কিত্বাল করে। আর কাফের তারাই যারা ত্বাগুতের আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য ত্বাগুতের পথে কিত্বাল করে। একটা আল্লাহর আইনের পক্ষ আরেকটি ত্বাগুতের আইনের পক্ষ। এই বিষয়ে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সূরা নিসারঃ ৭৬নং আয়াতে পরীস্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছেঃ

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

"যারা ঈমানদার তারা যে কিত্বাল করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে ত্বাগুতের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক ত্বগুতের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে -(দেখবে) ত্বাগুতের চক্রান্ত একান্তই দর্বল।"

উপরে উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা মুমিন বা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহর পথে। আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে ত্বগুতের পথে। এতে পরীস্কার ভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করাই মুখ্যত: মুমিনদের যাবতীয় চেষ্টা চরিত্রের লক্ষ্য। কারণ, আল্লাহই সমগ্র

সৃষ্টির মালিক এবং তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান নির্ভেজাল ও ন্যায়ভিত্তিক। তাছাড়া ন্যায় ও কল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেই যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পরে। বিশ্ব শান্তির জন্য ও সমগ্র বিশ্বে এমন সংবিধানের প্রচলন অপরিহার্য, যাকে আল্লাহর কানুন বা সংবিধান বলা হয়। সুতরাং পরিপূর্ণ কোন মুমিন ব্যক্তি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তখন তার সামনেই এ উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে।

কিন্তু এর বিপরীতে যারা কাফের তাদের বাসনা কুফরের প্রচলন, কুফরের বিজয় এবং পৈশাচিক শক্তির শাসন প্রতিষ্টা করা, যাতে করে বিশ্বময় কুফরী ও শেরেকী বিস্তার লাভ করতে পারে। আর কুফরী ও শেরেকী যেহেতু শয়তানের পথ, সুতরাং কাফেররা শয়তানের কাজেই সাহায্য করে থাকে।

তাই আমি বা আমরা বাংলাদেশসহ বিশ্বের সর্বত্র আল্লাহর আইন প্রতিষ্টার মাধ্যমে নির্যাতিত নারী শিশুসহ সর্বস্তরের মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে এবং ইসলামের প্রকৃত শান্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৮ইং সনে **“জামাআতুল মুজাহেদীন” প্রতিষ্টা করি**। প্রতিষ্টা করে কোরআন-হাদিসের আলোকে শান্তিপূর্ণ তালীম তরবিয়াতের কাজ করে আসছিলাম। কিন্তু অল্প দিন যেতে না যেতে আমাদের উপর ত্বাগুতের জুলুম নির্যাতন চলে আসে। আমরা ১৭ই আগষ্টের পূর্বে দুই দুইবার সারা দেশে লিফলেটের মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য জানিয়ে দেয়। এই প্রচার করতে গিয়েও আমরা গ্রেফতারের সম্মুখিন হই। আমাদের উপর তাগুতের জুলুম নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে আমাদের কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে জুলুম নির্যাতনের মাত্রা চরমসীমায় উপনীত করে। যার ফলে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী যথাসাধ্য ত্বাগুতের বিরুদ্ধে কিত্বাল চালিয়ে যাওয়ার পূর্বে চুড়ান্ত ভাবে ত্বাগুত সহ জাতিকে আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য অবগত করার জন্য **“বাংলাদেশে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন”** শিরনামে বিশেষ পদ্ধতীতে ব্যাপক প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে ১৭ই আগষ্টের লিফলেট বিতরণ করি। যদিও মিডিয়া এবং সরকার ষড়যন্ত্র করে দেশের আলেম ওলামাদের ভয়ভীতি এবং জোর করে বোমাবাজি নামে আখ্যায়িত করে জাতিকে আমাদের সমন্ধে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে।

আমাদের এই মাতৃভূমি যেখানে শতকরা ৯০% নামধারী হলেও মুসলিম সেখানে আমাদের এই (আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন) আহবান একজন সচেতন মুসলিমের নিকট কখনও অযৌক্তিক হতে পারে না। আমাদের দেশের নাগরিকরা এই বৃটিশ কাফের খৃষ্টানদের আইন কখনও তারা চায় না। কিন্তু ত্বাগুতরা আমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে। মানব রচিত আইন কখনও মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। পৃথিবীর শ্রেষ্ট ধর্মের আইন (ইসলামের আইন) এবং

www.esabahmediabd.wordpress.com

পৃথিবীর শ্রেষ্ট গ্রন্থের আইন (কোরআনের আইন) এর চেয়ে অন্য কোন আইন শ্রেষ্ট হতে পারে ?

আমাদের আহবান ত্বাগুত সারা না দিয়ে উল্টা আমাদের উপর জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করে দেওয়ায় আমরা অল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহর শত্রু ইসলামের শত্রু ত্বাগুতের উপর হামলা করি। আল্লাহ যতটুকু চেয়েছেন ততোটুকু করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। আমাদের আহবান মেনে নিয়ে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করলে আমাদের পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। এভাবেই হক বাতিলের লড়াই চলতে থাকবে। যারা হকের উপর থাকবে তারা নিহত হয়েও কামিয়াব হয়ে যাবে। আর যারা বাতিলের উপর থাকবে তারা দুনিয়াতে লাঞ্চিত অপমানিত ঘৃণিত না হলেও আখেরাতে জাহান্নামের আগুনে অনন্তকালের জন্য জ্বলতে থাকবে।

অতএব আমি বা আমরা কোন ভুল বা দোষ করি নাই। যা করেছি একজন মুসলিম হিসেবে আল্লাহ পাক যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং রসূল (সাঃ) যা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়েছেন শুধু তাই করেছি। হয়ত যা দায়িত্ব ছিল তা পুরাপরি পালন করতে পারলাম না, এই আফসোস নিয়ে বিদায় নিতে হচ্ছে আসল গন্তব্যস্থল পরপারের দিকে। যে গন্তব্যস্থলে সবাইকে যেতে হবে। এক দিন না এক দিন। সেই খানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আাদালতে চুড়ান্ত বিচার অনুষ্ঠিত হবে। সেই আদালতে আল্লাহ পাক নিজে বিচারক হয়ে সঠিক এবং নিখুত ভাবে দুনিয়ার বিচারকদের যারা ত্বাগুতী আইন দ্বারা বিচার কার্য পরিচালনা করছে এবং রাজা প্রজা সহ সবার বিচার করে কাউকে জান্নাতের কাউকে জাহান্নামের ফয়সালা দিবেন।

**পরিশেষে মাননীয় প্রেসিডেন্টসহ গোটা জাতির প্রতি আমার শেষ এবং চুড়ান্ত আহ্বানঃ "আল্লাহর আাইন বাস্তবায়ন করুন"। এটাই আমার শেষ কথা এবং শেষ ইচ্ছা। এই কথার পর আর কোন কথা নাই কোন ইচ্ছা নাই।**

বিদায়ন্তে,

আঃ আউয়াল
পিতা মৃত আঃ হামিদ
কয়েদী নং ১৫২৫/এ

**সুব্হা-নাকা আল্ল-হুম্মা, ওয়া বিহাম্দিকা আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্ল- আংতা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।**

## শায়খ আব্দুল আউয়াল এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্মঃ ১৯৭৫ ইসাঈ মোতাবেক ১৩৮২ সাল ১২ আশ্বিন, সোমবার, সুবহে সাদিকে, নিজগ্রামে।

শিক্ষাঃ ১৯৮৩ হতে ১৯৮৮ পর্যন্ত নিজ গ্রামের প্রাইমারী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত। ১৯৮৮- হতে ১৯৯২ পর্যন্ত দিনাজপুর জিলার ঘোড়াঘাট থানার নারায়নপুর গ্রামে, নারায়নপুর মিসবাহুল উলুম কওমী মাদ্রাসাতে (৪ বছর) মিজান জামাত পর্যন্ত। ১৯৯২ হতে ১৯৯৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত (৮ বছর) মিজান হতে দাওরায়ে হাদীস, ঢাকা যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসা মুহাম্মদিয়া আরাবিয়া একই সাথে ১৯৯৫ সনে চাঁপাই নবাবগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসা হতে দাখিল। ১৯৯৭ সনে ঢাকা নারিন্দা মাদ্রাসা হতে আলিম এবং ১৯৯৯ সনে ঢাকা মাদ্রাস-ই আলিয়া হতে ফাযিল।

তানযিমী জীবণঃ ১৯৯৮ সন হতে ২০০০ পর্যন্ত ছাত্র অবস্থায় মাদ্রাসাতে দায়িত্ব পালন। ২০০০ সনে এহসার হিসাবে যোগদান। ২০০১ সনে সুরা সদস্য। ২০০২ সনে রাজশাহী বিভাগ দায়িত্ব গ্রহণ- শেষ পর্যন্ত ......।

বন্দী প্রথমবারঃ ২০০৩ সনে ১৫ আগষ্ট জয়পুরহাট ক্ষেতলাল থানার মহিষপুর গ্রামের মন্তেজারের বাড়ী থেকে। তালিমী অনুষ্ঠান থেকে। আঃ রহমান নামক জৈনেক মুনাফেকের মুনাফেকীতে বন্দী। অবস্থান= জয়পুর কারাগারে- ১ মাস এবং দিনাজপুর কারাগারে- ৪ মাস ৫ দিন। মোট ৫ মাস ৫ দিন, মুক্তিলাভ- জানুয়ারী- ২০০৪- এর ২০ তারিখে।

বন্দী দ্বিতীয়বারঃ ২০০৫ সনের ১৮ই নভেম্বর সময় ৪:৩০ মিঃ স্থান ঠাকুরগাঁ বাস টার্মিনালে, বাস থেকে। তখন অবস্থান ছিল রংপুর। রংপুর থেকে ১৭ তারিখে পঞ্চগড় প্রোগ্রামের উদ্দ্যেশে গমন। রাত্রি অবস্থান (অফিসে) করে, রংপুর উদ্দ্যেশে রওয়ানা দেওয়ার জন্য ৩:৩০ মিঃ -এর বাসে রওয়ানা দিয়ে ঠাকুরগাঁ আসলে সানাউল্লাহ বা ফজলে রাব্বী গাদ্দারের ইরফর্মেশনে গ্রেপ্তার। ১৯ তারিখে ঢাকা জয়েন্ট ইন্টারগেশন সেলে রিমান্ড। ৪ মাস রিমান্ড শেষে, বরিশাল কারাগারে ১ মাস পুনরায় ঢাকা জয়েন্ট ইন্টারগেশন সেলে দেড়মাস, এর পর ঝালকাঠি কারাগারে দেড়মাস পুনরায় ঢাকা জয়েন্ট ইন্টারগেশন সেলে ১৫ দিন অতঃপর- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জুন ২০০৬ সাল হতে অদ্যাবধি। (২৬/১০/২০০৬)

বিবাহঃ ২০০১ সনে জুন মাসের ২২ তারিখে, সময় সন্দা ৭:০০ জামালপুর বাসায়। (শশুড় বাড়ী)

সন্তানঃ ২০০৫ সনে ১১ জুলাই বেলা ১১:০০ সময় বগুড়াতে। (ক্লিনিকে)

মৃত্যুদন্ড ঝালকাটি দুই জজ হত্যা মামলায় রায়ঃ

জর্জকোর্টেঃ ২৯/০৫/২০০৬।

www.esabahmediabd.wordpress.com

হাইকোর্টেঃ ৩০/০৮/২০০৬।
সুপ্রীমকোর্টেঃ ২৮/১১/২০০৬।
কার্যকরঃ ২৯/০৩/২০০৭।




www.esabahmediabd.wordpress.com